আমদহ ইউনিয়ন নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন লড়াইয়ে আওয়ামী লীগের ৭ প্রার্থী

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে ৭জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এদের মধ্যে কয়েকটি বিবেচনায় তিন প্রার্থী মনোনয়ন লড়াইয়ে এগিয়ে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

গতকাল সোমবার শেষ দিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা দেওয়া প্রার্থীরা হলেন- বর্তমান চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আনারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক উপ-সমাজ সেবা সম্পাদক এ্যাড. আব্দল্লাহ আল মামুন রাসেল, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হিরা, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রওশন আলী টোকন, আমদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বায়েজিদ আহমেদ সুইট, জেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক সুবাদ আলী এবং আওয়ামী লীগ কর্মী একরামুল হক।

আগামীকাল বুধবার আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার বিষয়ক মনোনয়ন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভা শেষে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষনা করা হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, ৭জন মনোনয়ন জমা দিলেও ৩ প্রার্থী এগিয়ে রয়েছেন বলে তারা ধারণা করছেন। এগিয়ে থাকা প্রার্থীরা হলেন বর্তমান চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, এ্যাড. আব্দুল্লাহ আল মামুন রাসেল ও আতিয়ার রহমান হিরা।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

দিবস উদযাপনে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি মুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর -২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুৃজ্জামান খোকন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ রনি খাতুনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক ।
অনুষ্ঠানে এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান শিলা ,গাংনী থানার ওসি তদন্ত মনোজিৎ কুমার নন্দি, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বৃন্দ, সরকারি -বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তা বৃন্দ প্রস্ততি সভায় অংশ গ্রহন করেন।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গাংনী উপজেলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনে নানা কর্মসুচী গ্রহন করেছে উপজেলা প্রশাসন।

বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আওয়াল বিশ্বাস গ্রেফতার

গাংনীর বামন্দী মাদ্রাসায় বোমা উদ্ধারের ঘটনায় বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির যুগ্ন সাধারন সম্পাদক আঃ আওয়াল বিশ্বাস কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার রাত ৮টার দিকে বামন্দী বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে গ্রেফতার

করে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই ইসরাফিল হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বামন্দী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সঙ্গীয় সদস্যদের নিয়ে অভিযান চালিয়ে বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা আঃ আওয়াল বিশ^◌াসকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত ১০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার গাংনী উপজেলার বামন্দী দাখিল মাদ্রাসায় বোমা বিস্ফোরন ও উদ্ধারের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরন করা হবে।

গাংনীর আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মেহেরপুরের গাংনীর আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সোমবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রউফ স্বপন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আখতারুজ্জামান বাবু। সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। নবীনদের বরণ শেষে ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায়ী সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে এবং দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত কম্বল বিতরণ করেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন ।

মুক্তিযোদ্ধা, অসহায় দুস্থ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীসহ মোট দুই হাজার জনের মাঝে এ কম্বল বিতরন করা হয়েছে।

সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে মেহেরপুরের গাংনী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র দাখিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনরুল ইসলাম বাবু, ওয়ার্ড কাউন্সিলন মোতালেব হোসেন,সাবেক ছাত্রনেতা ও পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতুসহ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ।

শিক্ষা বন্ধব আওয়ামীলীগ সরকারকে আবারো ক্ষমতায় আনতে হবে এমপি খোকন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাপটাড়া(বিএন) কলেজের নব নির্মিত একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন করেছেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

সোমবার বেলা ১১ টার সময় ৮০ লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যায়ে নির্মিত

একাডেমিক ভবনটির উদ্বোধন করেন তিনি । উদ্বোধনী শেষে কলেজ সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোস্তাক আহম্মেদ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক, সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি তৌহিদ মুর্শেদ অতুল। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম ও আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু। এসময় শিক্ষা প্রকৌশলী আতিকুর রহমান,কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলজার হোসনে,সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আকরাম আলী খা,বিভিন্ন ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য বৃন্দ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তি উক্ত কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

বিএন কলেজের একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, যারা কাজ না করে সংসার চালাতে চাই তারা আওয়ামীলীগ সরকারকে পছন্দ করবেনা। তারা সব সময় আওয়ামীলীগ সরকারের ক্ষমাতায় থাকাকে মেনে নেবেনা। কারন তারা অন্যের পরিশ্রমের ফসল রাতের আধারে ঘরে তুলবে,অন্যের গোয়ালের গরু বিক্রি করে খাবে। রাস্তায় রাস্তায় বোমাবাজি করবে,হাঙ্গামা করবে, বিএনপির নেতাকর্মীরা কাজ না করে খেতে পছন্দ করে। তারা সরকারের উন্নয়ন চোখে দেখতে পাইনা। গঠনমুলক সমালোচনা না করে সন্ত্রাসী কায়দায় ক্ষমতায় আসতে চাই স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জামাত বিএনপি।

এমন মন্তব্য করেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। তিনি আরও বলেন, আওয়ামীলীগ সরকার শিক্ষা বান্ধব সরকার। আওয়ামীলীগ সরকার উন্নয়নের সরকার। এসরকারের আমলেই গাংনী উপজেলা ৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্তি হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও ভুক্তির আওতায় আনা হবে। যারা খেয়ে না খেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন শিক্ষকতা করছেন তাদের হতাশ হবার কিছু নেই,বিএন কলেজকে এমপিও ভুক্তি করনের সর্বাত্নক চেষ্টা করা হবে। তবে একটি প্রতিষ্ঠানকে এমপিও ভুক্তি করতে যে সকল শর্ত আছে তা প্রতিষ্ঠান পরিচালকদের পুরুন করতে হবে জানিয়ে এমপি সাহিদুজ্জামান বলেন, দরিদ্র বাংলাদেশ থেকে আজ উন্নয়নের বাংলাদেশে পরিনত হয়েছে আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে।

এসরকার ক্ষমতায় আসরে দেশের উন্নয়ন হয়। যে উন্নয়ন পৌছে যায় শহর থেকে গ্রামেও। যার ফল পাচ্ছেন গাংনীর সাহারবাটি,নওপাড়া,ভাটপাড়াসহ গাংনী উপজেলার সকল মানুষ।

তিনি বলেন, প্রায় কোটি টাকা ব্যায়ে ভঅটপড়া বাজারে একটি মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। একটি ইউনিয়ন ভুমি অফিস নির্মান করা হয়েছে,একটি ডিসি ইকোপার্ক হয়েছে,কয়েকটি বধ্যর্ভমি নির্মাণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ করে শিক্ষাকে এগিয়ে নিচ্ছে সরকার। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে নান্দনিক ও দৃষ্টি নন্দন মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে যা আওয়ামীলীগ সরকারের অর্জন। স্বল্প আয়ের বাংলাদেশ আজ স্মার্ট বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে। মেট্রো রেলে ঢাকা ভ্রমণ করতে পারছে মানুষ। এতো এতো উন্নয়ন বিরোধী দলীয় লোকজন চোখে দেখতে পায়না। তাই পাড়া মহল্লা আর চায়ের দোকানে বসে সরকারের সমালোচনায় লিপ্ত থাকে। যারা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে তারাই আবার সরকারের সব সুবিধা ভোগ করছেন বলে বক্তব্যে বলেন তিনি।

তিনি বলেন, ভুমিহীনরা ভূমি পেয়েছেন,গৃহহীনরা গৃহ পেয়েছে। যাদের আত্ন ত্যাগের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে, যাদের যুদ্ধে আমরা একটি স্বাধীন ভু-খন্ড পেয়েছি,সেই সকল বীর মুক্তিযোদ্ধারা যথাউপোযুক্ত মর্যাদা পেয়েছেন। অন্য সরকারের আমলে আপনারা অবহেলিত ছিলেন। আপনারা যেভাবে সরকার কর্তৃক সম্মানীত হয়েছেন আবারো এই আওয়ামীলীগ সরকারকে ক্ষমাতায় এনে দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখবেন বলেও সকলের প্রতি প্রত্যাশা করেন এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন।

অনলাইন জুয়ার সেকেণ্ড ম্যান অনিক ও তার দুই সহযোগী আটক

অনলাইন জুয়ার বাংলাদেশের সেকেন্ড ম্যান মোস্তাক নাহিদ অনিককে
(২২) ও তার দুই সহযোগীকে আটক করেছে পুলিশ।

গত শনিবার দুপুরে রাজধানীর মিরপুর-২ এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে অনিক ও হাসিবকে আটক করে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)

এবং মুজিবনগরের দারিয়াপুর থেকে রিমেট নামের একজনকে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি অভিযানিক দল।

আটকরা হলেন-অনলাইন জুয়ার দূর্গ খ্যাত মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের অনলাইন জুয়ার অন্যতম হোতা মাদার আলীর ছেলে মোস্তাক নাহিদ অনিক (২২), কোমরপুর গ্রামের মোস্তাকিন আলীর ছেলে মেহেদী হাসিব (২২), দারিয়াপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে মুশফিকুর রহমান রিমেট (২৩)। গতকাল রবিবার বিকালে তাদের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মুজিবনগরের আদালতে হাজির করা হলে হাসিব ও রিমেট ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করে। আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তাদের জবানবন্দী গ্রহণ করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবির এস আই আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে রাজধানীর মিরপুর-২ এলাকার একটি আবাসিক ভবনে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে অনিকের কাছে থেকে দুটি এবং হাসিবের কাছে থেকে একটি অনলাইন জুয়ার চ্যানেলসহ হাতেনাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অনিকের কাছে দুটি অনলাইন চ্যানেলের মধ্যে একটি তার নামে এবং অপরটি তার পিতা মাদারের নামে রয়েছে। প্রতিটি চ্যানেলে গড়ে প্রতিদিন আয় হয় ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। পুলিশ আরো জানায়, মোস্তাক নাহিদ অনিক বাংলাদেশের অনলাইন জুয়া কার্যক্রমের সেকেণ্ড ম্যান হিসেবে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে আসছিলো। অনিক ওয়ান এক বেট, মেল বেট ও লাইন বেটের সকল চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করেন। তার কাছে থেকে অনিক নাগাদ, লিনিয়া মাদার নামের দুটি মূল চ্যানেল, এবং হাসিবের কাছে থেকে সাজিব বিকাশ নামের একটি চ্যানেল সহ ব্যবহৃত মোবাইল ও সিম উদ্ধার করেছে।

বিশ^স্ত একটি সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ তারা জানিয়েছে মেহেরপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ২০টি চ্যানেল দেওয়া আছে। যেগুলো সিম সরবরাহ করে তার অনিকের পিতা মাদার আলী। আর এগুলো সব নিয়ন্ত্রণ করে অনিক নিজে।

সূত্রে আরো জানা গেছে, রাশিয়া থেকে বাংলাদেশে অনলাইন জুয়ার পুরো কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে টম (ছদ্মনাম) নামের এক ব্যক্তি। অনিক বাংলাদেশের সেকেণ্ড ম্যান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অনিকের অনুমোদন ছাড়া কাউকে এ চ্যানেল দেওয়া হয় না। এর জন্য অনিক পেয়ে থাকেন চ্যানেলের ৮ শতাংশ এবং টম পান ১৫ শতাংশ। এভাবে মেহেপুরের দুই শতাধিক তরুণ ও বিভিন্ন বয়সের মানুষকে তারা অনলাইন

জুয়ার সাথে জড়িয়েছে। যার অন্যতম দূর্গ মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর। এখনো তাদের এসকল চ্যানেল পরিচালনা করছে সমরাজ, উজ্জল, সোহাগ খুড়া, জঙ্গল, লাল মিয়াসহ প্রায় ২০ জন এজেন্ট। এছাড়া বেশ কয়েকজন চ্যানেলের জন্য টাকা জমা দিলেও অনিকের কারণে তারা চ্যানেল পায়নি। যা থেকে অনিক ও টম কয়েক কোটি অবৈধ আয় করেছে।

স্থানীয়রা জানান, মাদার আলী সবসময় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর ছত্রছায়ায় থেকে এ ধরণের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে আসছে। যা বিভিন্ন সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গেছে। আগামীতে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের শীর্ষ পদ নেওয়ার চেষ্টাও করে চলেছেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে মেহেরপুর কয়েকজন সাংবাদিককে মাসোহারা দিয়ে ম্যানেজ করার অভিযোগও এক অনলাইন এজেন্টের স্বীকারোক্তীকে উঠে এসেছে। সদর উপজেলার পিরোজপুরে মাদার আলীর শশুরবাড়ি এলাকায় একজনকে চার বিঘা জমি নিয়ে চারটি চারটি চ্যানেল দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন বলেন, আটক আসামিদের মধ্যে অনিক অনলাইন জুয়ার কার্যক্রমে মেহেরপুরের শীর্ষ এবং দেশের সেকেণ্ড ম্যান। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় হাসিব ও রিমেট অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকা কথা স্বীকার করেছে এবং তাঁরা অনিক ও তার পিতা মাদার আলীর চ্যানেল পরিচালনা করে বলে স্বীকারোক্ত দিয়েছে।
এদিকে, অনলাইন জুয়ার দূর্গে একের পর এক হানা দিয়ে ইতোমধ্যে প্রায় অনলাইন জুয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অর্ধশতাধিকজনকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। মাদারের ছেলে অনিককে আটকের মধ্যে দিয়ে বড় ধরণের একটি সফলতার মাইল ফলক স্পর্শ করলো মেহেরপুর পুলিশ বিভাগ।

পেছনের কথা:

গত বছরের ২৫ সেমেপ্টম্বর মেহেরপুর প্রতিদিনে “অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা, মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। প্রকাশিত সংবাদে মাদার আলীর তথ্য উঠে আসে। এনিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্টদের হুমকি ধামকিও দেয় মাদার আলীর লোকজন।

প্রকাশিত ওই সংবাদে জানা যায়, ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের

মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে অনলাইন জুয়ার দূর্গ। তারাও হয়েছেন কোটিপতি। এদের রয়েছে প্রায় দু’ডজন এজেন্ট। যারা এই চারজনের চ্যানেল নিয়ে নিয়মিত অবৈধ ট্র্যানজেকশন করে চলেছেন।

মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। অথচ কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি।
বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছেলে অনিক ঢাকায় বাসা ভাড়া করে অভিযাত জীবনযাপন করেন বলে জানা গেছে।

মাদার আলীকে কয়েক মাস আগে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিলো বলে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে। পুলিশ সুপারের নামে স্থানীয় অনলাইন এজেন্টদের কাছে টাকা তোলার অভিযোগও ছিলো তার বিরুদ্ধে। অথচ বর্তমান পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, পিপিএম (সেবা), অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা দিয়ে তাঁর বাহিনীকে মাঠে নামিয়েছেন। পুলিশের ওই টিমটি অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে একের পর এক সফল অভিযান বাস্তবায়ন করছে।

মেহেরপুরে ১০কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের শুভ উদ্ভোধন

মেহেরপুর ভৈরব নদ পুনঃখনন (২য় পর্যায়) এর আওতায় মেহেরপুর সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলায় ১০কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ১৬.৮ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের শুভ উদ্ভোধন করা হয়েছে ।

রবিবার বিকাল ৫টার সময় কুলবাড়ীয়া ব্রীজের নিচে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ফিতা কেটে নির্মাণ কাজের শুভ উদ্ভোধন করেন।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের আয়োজনে ও জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড আব্দুস সালাম, মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম- সাধারন সম্পাদক অ্যাড ইব্রাহিম শাহিন, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, জেলা পরিষদ সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা,শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঠিকাদার মোঃ রাহিনুরজামান পলেন ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন- শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে রবিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান নিরোধ, অনিষ্পন্ন চোরাচালান মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার প্রতিরোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, সড়কের শৃঙ্খলা, ফুটপাত হকারমুক্ত ও দখলমুক্ত ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন সাজ্জাৎ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জজ কোর্টের পিপি এ্যাডভোকেট বেল্লাল হোসেন, চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, জীবননগর ও দামুড়হুদা উপজেলার নির্বাহী অফিসার বৃন্দ।

উক্ত সভায় আরোও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে রবিবার জেলায় বিভিন্ন ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার ফোর্সদের অংশগ্রহণে সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামি গ্রহণ শেষে প্যারেড পরিদর্শন করেন।

প্যারেড অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক। এ সময় পুলিশ সুপার প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ফোর্সদের শারীরিক ফিটনেস ও টার্ন আউটের উপর ভিত্তি করে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করেন। পুলিশ সুপার প্যারেড পরিদর্শনান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং জেলা পুলিশের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে আইজিপি, রেঞ্জ ডিআইজি প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে বক্তব্য প্রদান করেন।

উক্ত সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেডে আরো উপস্থিত ছিলেন,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান,ডিআইও-(১),সকল অফিসার ইনচার্জগণ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, টিআই (পশাসন), আরআই, পুলিশ লাইন্সসহ চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল থানা, ফাঁড়ি, তদন্তকেন্দ্র ও পুলিশ ক্যাম্পের অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।